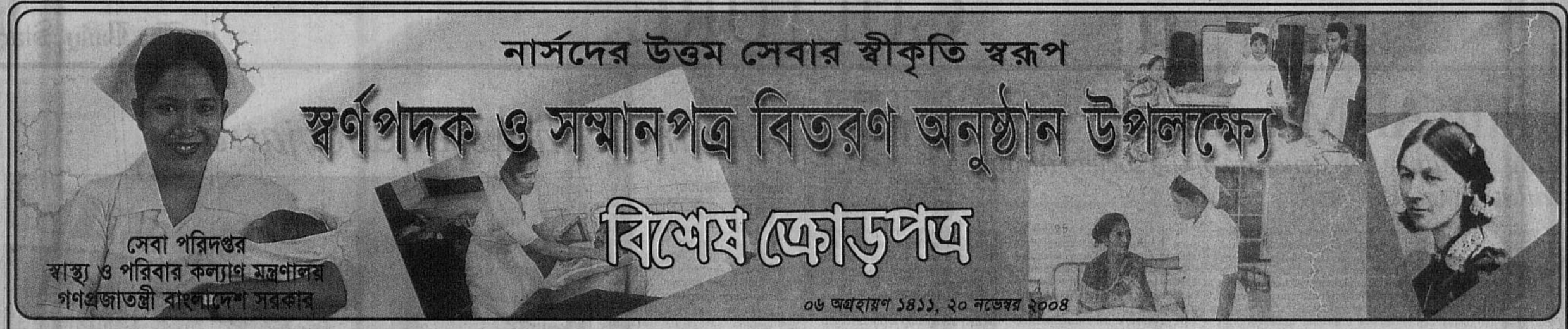

নার্সদের উত্তম সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ

স্বর্ণপদক ও সম্মানপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সেবা পরিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৬ অগ্রহায়ণ ১৪১১, ২০ নভেম্বর ২০০৪

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত তিনশ' দশজন সেবক ও সেবিকাকে পরিশ্রম ও উত্তম সেবার স্বীকৃতি হিসেবে স্বর্ণপদক ও সম্মানপত্র প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

স্বাস্থ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে সেবক-সেবিকাদের গুরুত্ব ও অবদান অপরিসীম। আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত থেকে তাঁরা মহান দায়িত্ব পালন করছেন। এ কারণে উত্তম সেবার জন্য তাদের পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় উদ্যোক্তাদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

স্বর্ণপদক ও সম্মানপত্রের জন্য মনোনীত সেবক ও সেবিকাদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এই স্বীকৃতি তাঁদের আরও উৎসাহিত করবে বলে আমি মনে করি। এ ছাড়া এ ধরনের উদ্যোগ স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে নিয়োজিত অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে এই মহতী উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত সেবক-সেবিকাদের উত্তম কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বর্ণপদক ও সম্মানপত্র প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। পুরস্কারপ্রাপ্ত সেবক-সেবিকাদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

রুগ্ন মানুষ ও আর্তমানবতার সেবা একটি মহান পেশা এবং সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্তমানে এই সেবাকর্ম হাসপাতালের গন্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করেছে। সেবক-সেবিকাগণ জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং রোগ হতে আরোগ্য লাভের পর পুনর্বাসনে বিরাট অবদান রাখছেন।

বর্তমান সরকার জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সেবক-সেবিকাদের মান উন্নয়নে সরকার নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, উচ্চতর শিক্ষা, গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি আশা করি, সেবক-সেবিকাগণ তাদের মহান পেশার মর্যাদা বৃদ্ধিতে আরো বেশি সচেতন হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন এবং সরকারের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে অর্থবহ অবদান রাখবেন।

আমি স্বর্ণপদক ও সম্মানপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

খালেদা জিয়া

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পেশাগত কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ সেবক-সেবিকাদের মধ্যে স্বর্ণপদক ও সম্মানপত্র প্রদান নার্সিং উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করছি। কর্তব্য কাজে অনন্য অবদান রাখায় এই স্বর্ণপদক ও সম্মানপত্র মানবতার সেবায় সেবক-সেবিকাদের আরও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

জনগণের জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে নার্সিং পেশার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকার এ পেশায় সংশ্লিষ্টদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং রোগীর সেবার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জোরদার করার পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির আওতায় নার্সিং পেশার উন্নয়নের কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বর্ণপদক ও সম্মানপত্র লাভকারী নার্সদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই মহান পেশার মর্যাদা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে সংশ্লিষ্টদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

(ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন)

আর্ত-মানবতার সেবায় বাংলাদেশের নার্সিং সার্ভিস

ড. এ, কে, এম, হেলালউজ্জামান
যুগ্ম-সচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং সার্ভিসেস)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

আজ থেকে দেড়শ বছর আগে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিকগণ যখন সুচিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছিল তখন তাদের সেবায় এগিয়ে এসেছিল এক মহীয়সী নারী "ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল"। তিনি তার পরিশ্রম ও সেবা দিয়ে সুস্থ করেছিলেন আহত সৈনিকদের। তিনি আজ নেই তবে সেবার যে আলো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে এই পৃথিবী। আধুনিক নার্সিং পেয়েছে তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।

নার্সিং একটি মহান পেশা এবং স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্বাস্থ্য সেবার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে দক্ষ সেবার উপর। একজন অসুস্থ রোগীর সংকটময় মুহূর্তে পাশে থেকে আন্তরিক সেবা দিয়ে সাদা ড্রেস, সাদা ক্যাপ পরিহিত যে ব্যক্তি আশা জাগিয়ে তোলেন তিনি হচ্ছেন একজন নার্স। তার বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে একজন মুমূর্ষু রোগী প্রাণ ফিরে পেতে পারেন। এ কারণে নার্সিং পেশার গুরুত্ব অপরিসীম। অতীতে নার্সিং পেশা যথাযথভাবে মূল্যায়িত না হলেও বর্তমানে এটি একটি সম্মানী পেশা। এখন অনেকেই নার্সিংকে চ্যালেঞ্জিং পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর নূন্যতম স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে এগিয়ে এসেছেন।

এদেশের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণসহ সেবার মান উন্নয়নের জন্য নার্সিং পেশার গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৭৭ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর হিসেবে সেবা পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্যই ছিল নার্সিং সার্ভিস ও শিক্ষার মানোন্নয়ন। স্বতন্ত্র দপ্তর সৃষ্টির ফলে নার্সিং পেশায় ইতোমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। এ কারণেই ১৯৭৭ সালে কর্মরত নার্সদের সংখ্যা যেখানে ছিল ৬,০০০ বর্তমানে তা ১৯,৪৪৪ এ দাড়িয়েছে। তবে জনসংখ্যার তুলনায় এ সংখ্যা অপ্রতুল। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী যেখানে নার্স-রোগীর অনুপাত সাধারণ রোগীর জন্য ১ঃ৪ এবং ইনটেনসিভ কেয়ারের জন্য ১ঃ১ সেখানে বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংখ্যার হিসেবে নার্স ও রোগীর অনুপাত ১ঃ১৩। তাছাড়া একটি আদর্শ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় প্রতি ১ জন ডাক্তারের সাথে সহায়তার জন্য ৩ জন নার্স থাকার প্রয়োজন হলেও এক্ষেত্রে ডাক্তার ও নার্সের অনুপাত ১.৮ঃ১। এ কারণে আরো অধিক সংখ্যক নার্স নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে অনুভূত হচ্ছে।

অধিকতর স্বাস্থ্য সেবার জন্য নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়টি উপলব্ধি করেই বর্তমান সরকার কর্তৃক ২০০৩ সালে ২০০০ সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আরো ২০০০ নার্স এর পদ সৃষ্টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। হাসপাতালে নার্সদের তদারকি ও ক্লিনিকাল শিক্ষা দেয়ার জন্য অতিরিক্ত ৮০০ নার্সিং সুপারভাইজার পদ সৃজনের বিষয়ও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৪৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। এর মধ্যে ৩৮টি সরকারি পর্যায়ে, ০৫টি বেসরকারি পর্যায়ে এবং ০১টি আর্মড ফোর্সেস নার্সিং ইনস্টিটিউট। এসব প্রতিষ্ঠানে নার্সদের জন্য তিন বছর মেয়াদী জেনারেল নার্সিং এবং এক বছর মেয়াদী মিডওয়াইফারী নার্সিংসহ মোট চার বছরের ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোর্স চালু আছে। সরকারী পর্যায়ে ৩৮টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে প্রতি বছর ১১৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়ে থাকে। নওগাঁ ও নীলফামারী জেলায় দুটি নার্সিং ইনস্টিটিউট তৈরীর কাজ বর্তমান বছরে সম্পন্ন হয়েছে। অধিকন্তু চাঁদপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ, কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জ - এ পাঁচটি জেলায় আরো ৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউট তৈরীর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নার্সদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য ঢাকায় একটি সেবা মহাবিদ্যালয় আছে। এখানে ২ বছর মেয়াদী বিএসসি ইন নার্সিং ও বিএসসি ইন পাবলিক হেলথ নার্সিং ডিগ্রী দেয়া হয়। বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন একটি নতুন সেবা মহাবিদ্যালয় নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। এছাড়া চট্টগ্রাম ও খুলনার নতুন দুটি সেবা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের কাজও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও সেবা পরিদপ্তরের অধীন চারটি বিভাগীয় কন্টিনিউইং এডুকেশন সেন্টার ও উপজেলা পর্যায়ে ২টি পল্লী নার্সিং সেন্টার আছে। এগুলোতেও নার্সদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। আমাদের নার্সিং সার্ভিসের এবং নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবে সেজন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন, বেতন বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা দূরীকরণ, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, সমন্বয় সাধন, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি প্রয়োজন। ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থাসহ চাকুরী ব্যবস্থাপনার গুণগত মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

নার্সিং শিক্ষা ও সার্ভিসে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর নার্সিং কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে এডুকেশন ও প্রাকটিস নেটওয়ার্ক মিটিং এর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। নার্সদের উত্তম কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি বছর স্বর্ণপদক ও সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ইংরেজী প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। তাছাড়া নার্সদের প্রশাসনিক, ম্যানেজমেন্ট ও লিডারশীপ এর ক্ষেত্রে দক্ষতা ও জ্ঞান বাড়ানোর লক্ষ্যে ৬ মাস মেয়াদী নার্সিং লিডারশীপ প্রোগ্রাম বর্তমানে চালু বর্তমানে ২০০৩ সালে নার্সদের নৈতিক ও পেশাগত আচরণ বিধি প্রণয়নপূর্বক বিতরণ করা হয়েছে। এতে সেবা গ্রহীতাদের সাথে ভাল আচরণ, সুসম্পর্ক বজায় রাখা, ইতিবাচক যোগাযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে অধিকতর দক্ষ ও নিরাপদ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মডেল ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠা ও নার্সিং স্ট্যান্ডার্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

নার্সিং শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করে বাংলাদেশ নার্সিং সার্ভিসকে আরও যুগোপযোগী ও রোগী কেন্দ্রিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ডিপ্লোমা নার্সিং ক্যারিকুলামকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক নার্সিং শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবাকে সহজেই গ্রহণের মাধ্যমে দেশের জনগণকে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার লক্ষ্যে আগামীতে এইচ এস সি পাশ ছাত্র / ছাত্রীদের নার্সিং ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়াও নার্সদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় অস্ট্রেলিয়ার এ্যাডিলেইড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় ঢাকা সেবা মহাবিদ্যালয়ে ক্লিনিক্যাল নার্সিং এ অফশোর মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়েছে। তাছাড়া ইন কান্ট্রি মাস্টার্স ডিগ্রী চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশের নার্সিং শিক্ষা ও সার্ভিসের মান উন্নয়ন ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত একটি সিনিয়র নার্সিং ম্যানেজমেন্ট টিম গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া সেবা পরিদপ্তরের উদ্যোগে একটি নার্সিং রিসার্চ সেলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে নার্সিং এর বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম চলছে।

এসব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সেবার মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নার্সিং সমাজ তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা যথাযথ প্রয়োগ করে আগামী দিনগুলোতে জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষায় ও স্বাস্থ্য সেবায় অধিকতর সাফল্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সেবার মহান ব্রত নিয়ে নার্সিং পেশায় নিয়োজিত বিভিন্ন স্তরের ৩১০ জন সেবক-সেবিকা উত্তম সেবা প্রদানের স্বীকৃতি স্বরূপ স্বর্ণ পদক ও সম্মানপত্র পেতে যাচ্ছেন জেনে আমি আনন্দিত।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে গুণগতমান ও কৌশলগত পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট। সেবক-সেবিকা পদে নিয়োগ, পদসৃষ্টি, পদোন্নতি, সেবা পরিদপ্তরের কাঠামোগত পরিবর্তন, চাকুরীবিধি সংশোধন, শিক্ষা কারিক্যুলাম উন্নতকরণ ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমান সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি আশাকরি এর দ্বারা সেবা পেশা মর্যাদাশীল হবে, স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত হবে এবং সেবক-সেবিকারা পেশাগত নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা দিয়ে নিজেদেরকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন।

নিজেদের নিষ্ঠা, সততা ও ত্যাগের বিনিময়ে আজ যারা পুরস্কার লাভ করতে যাচ্ছেন তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং আমি আশা করি এ স্বীকৃতি ও সম্মান অন্যান্যদের উত্তম সেবা প্রদানে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে।

মিজানুর রহমান সিনহা

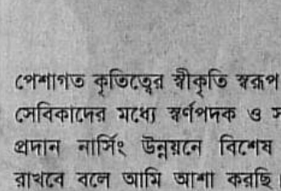

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্যসেবা দানের ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্বের অধিকারী সেবক-সেবিকাদের "উত্তম সেবা" পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

একটি দেশের স্বাস্থ্য সেবা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেবক-সেবিকাদের অনন্য ভূমিকা রয়েছে। সেবক-সেবিকাদের ভূমিকা ছাড়া একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। এ কারণে সেবক-সেবিকাদের সেবার মান উন্নয়ন ও তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও দূর্গত এলাকায় স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে সেবক-সেবিকাদের কার্যের পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে। এর ফলে সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সেবক-সেবিকাদের ভূমিকা আরো জোরদার হবে।

যারা নিষ্ঠা, সততা ও একাগ্রতার জন্য স্বর্ণপদক ও সম্মানপত্র গ্রহণ করছেন আমরা তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আগামী দিনে আরও সফলতা আনয়নে তারা নতুন উদ্যমে কাজ করবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

আমি অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

(এ এফ এম সরওয়ার কামাল)

পেশা হিসাবে নার্সিং

খোদেজা-তুল-কোবরা
পরিচালক
সেবা পরিদপ্তর

যেহেতু নার্সিং শিক্ষা ও প্রাক্টিসের মূল ভিত্তি হল জ্ঞান ও দক্ষতা, সেইহেতু ক্রমাগত আলোচনা ও বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে এই পেশাকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রেষ্ঠভাবে গড়েছি।" এই সত্য থেকেই প্রমাণিত হয় প্রতিটি মানুষের মধ্যে করুণাময় আল্লাহর জ্ঞান ও সৃষ্টিশীলতার অপার সম্ভাবনা দান করেছেন। নার্সিংও একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক পেশা। জ্ঞান চর্চার ও পাশাপাশি তার অনুশীলন করে জ্ঞান আহরণ পূর্বক তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

পেশাদারী বা প্রফেশনাল নার্সিং হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা। যেমন মৌলিক ও ফলিত বিজ্ঞানের সমন্বয়। মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণা করা হয় শুধুমাত্র জ্ঞানের জন্য যা মানুষের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করে। ফলিত বিজ্ঞানে গবেষণার ফলাফল বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কাজের মান বৃদ্ধি করা হয়। আধুনিক নার্সিং শিক্ষার প্রবর্তক ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এক বর্ণনায় বলেছেন যুগোপযোগী মানসম্পন্ন নার্সিং পেশার জন্য চাই, মেধাসম্পন্ন উচ্চশিক্ষিত নার্সগণ দ্বারা নার্সিং এর একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো তৈরী করা ও প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহ সংঘবদ্ধ করা যা নার্সিং এর অনুশীলন ও গবেষণার দিক নির্দেশনা দেয়। বর্তমানে পেশা হিসাবে নার্সিং এর শ্রেণীবিন্যাস এর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে, যা উন্নতমানে পরিচর্যার সহায়ক।

পরিচর্যাকারী হিসাবে নার্সদের বহুমুখী দায়িত্ব পালন করতে হয়। রোগ নিরাময়, প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যের উন্নতি ও পুনরুদ্ধার সহ স্বাস্থ্যগতভাবে যারা পরনির্ভরশীল তাদের পরিচর্যা করা।

পরিচর্যাকারী হিসাবে সেবা প্রদানে নিয়োজিত একজন পেশাদারী নার্স, যিনি মানব কল্যাণে ব্রতী, দক্ষ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন। তিনি রোগীকে সুস্থ বা অসুস্থকে সেবা প্রদানের জন্য বিজ্ঞান সম্মত রীতিনীতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে থাকেন। রোগীর রোগমুক্তির জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করেন। সেবার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য তিনি সেবা পদ্ধতির বিভিন্ন দিক যেমন, তথ্য সংগ্রহ, পরিচর্যা নির্ধারণ, পরিচর্যা পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে সেবার লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণ করে থাকেন।

দক্ষ শিক্ষক ও প্রশিক্ষক হিসাবে একজন নার্স, নার্সিং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দক্ষতা ও আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে থাকেন।

ব্যবস্থাপক হিসাবে একজন নার্স প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তার জনসম্পদ অর্থ, দ্রব্যাদি ও অন্যান্য উপকরণ যথাযথ ব্যবহার, নিয়মনীতি ও আইনসিদ্ধ পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ, তত্বাবধান, নীরিক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করে থাকেন।

গবেষক হিসাবে মেধাসম্পন্ন উচ্চশিক্ষিত নার্সগণ সেবা কাজের অসুবিধাগুলো অনুসন্ধান করে তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেবা চর্চার পরিধি পুনঃনির্ধারণ ও প্রসারণ করে থাকেন।

সুতরাং পেশাজীবি নার্স বা প্রফেশনাল নার্স একজন দক্ষ নৈতিক আদর্শে উজ্জীবিত, সাংস্কৃতিক মনের ও পেশাগত আচার আচরণের উপর প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নকারী সংস্থা দ্বারা তৈরী নার্সিং পরিষদ কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে পেশাদার নার্স হিসাবে স্বীকৃত ব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষ বুদ্ধির পরিচয় দেয় জ্ঞানের বিষয়ে, যোগ্যতার পরিচয় দেয় কৃতিত্বে, আপনার পরিচয় দেয় সৃষ্টিতে।"

২০ নভেম্বর ২০০৪ সালে ৩১০ জন বিভিন্ন শ্রেণীর সেবক সেবিকাবৃন্দ উত্তম সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ যে স্বর্ণপদক ও সম্মানপত্র পাচ্ছেন তা তাঁদের বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা, কার্যক্ষেত্রের যোগ্যতা ও সৃষ্টিশীলতার কৃতিত্ব বহন করে।

ভবিষ্যতে নার্সরা আরো দক্ষ ও নিবেদিত প্রাণ হয়ে নিরলস সেবাদানে উদ্বুদ্ধ হবে এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে মান সম্মত সেবা প্রদান করবে। নার্সরা নিষ্ঠার সাথে তাদের সেবা কাজের মাধ্যমে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে উঠুক, সার্থক ও সফল হোক তাদের কর্মময় জীবন।

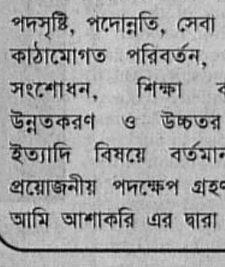

পরিচালক
সেবা পরিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

আগামী ২০ নভেম্বর ২০০৪, নার্সদের উত্তম সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ স্বর্ণপদক ও সম্মানপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে, যা বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও মহানুভবতার বহি:প্রকাশ। সরকারের এই সদিচ্ছা নি:সন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর প্রতীক্ষার পর এই আনন্দ ঘন দিনটির জন্য আমি অত্যন্ত উৎসাহ অনুভব করছি।

উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে নার্সিং পেশায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সুযোগ এ দেশে সীমিত। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতা সত্বেও যাঁরা আজ উত্তম সেবক-সেবিকা হিসাবে পুরস্কৃত হওয়ার গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন, আমি তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে ও গোটা নার্সিং সমাজের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। একই সাথে আহ্বান জানাই সমগ্র নার্সিং সমাজকে জনগণের সেবায় নিবেদিত থেকে জবাবদিহিতার মাধ্যমে রোগীদের উন্নত সেবা প্রদানে অনুপ্রাণিত হতে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ গৌরব অর্জনে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে।

আমি সকলের সুন্দর ভবিষ্যৎ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

খোদেজা-তুল-কোবরা